ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫

১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস ▪ ১০-১৫ ডিসেম্বর ভ্যাট সপ্তাহ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সময়মত নিবন্ধন নিব
১০ ডিসেম্বর
ভ্যাট দিবস
২০২৫
১০-১৫ ডিসেম্বর
ভ্যাট সপ্তাহ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সঠিকভাবে ভ্যাট দিব

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে সম্মানিত ব্যবসায়ী, ভোক্তা, সর্বস্তরের রাজস্বকর্মী এবং ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ভ্যাট। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সুসংহত ও টেকসই করতে স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক ভ্যাট ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। জুলাই আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মর্যাদা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। ভ্যাট দিবস সেই মূল্যবোধকে আরও সুস্পষ্ট করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি সুবিন্যস্ত, ন্যায়ভিত্তিক এবং জনগণের আস্থায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, হয়রানিমুক্ত ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এমন একটি ভবিষ্যত গড়তে চাই, যেখানে অর্থনৈতিক লেনদেন হবে স্বচ্ছ, ব্যবসায়িক পরিবেশ হবে ব্যবসাবান্ধব এবং রাষ্ট্রীয় সেবা হবে মানসম্মত ও সর্বজনীন।

আমি আশা করি, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে এমন একটি স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেন জনগণ দৃশ্যমানভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের পরিশ্রমের অর্থ প্রকৃত অর্থেই কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জনগণের অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে- এই মৌলিক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতেই আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস।

ভ্যাট দিবস উপলক্ষে আমি একটি ন্যায়ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা গঠনের জাতীয় প্রয়াসে সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' সুন্দর ও সার্থক হোক এ কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজস্বনীতি শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া নয় বরং জনকল্যাণ ও উন্নয়ন অভিযাত্রার একটি সুসংগঠিত ভিত্তি। একটি বৈষম্যহীন, জবাবদিহিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর সুদৃঢ় ভ্যাট ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

আমাদের অর্থনীতি বর্তমানে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক গতিশীলতা- সবকিছুই রাজস্ব ব্যবস্থাকে নতুন এক কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করছে। এ প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং ব্যবসা সহায়ক ভ্যাট নীতি সামগ্রিক অর্থনীতি, উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার জন্য অপরিহার্য।

করদাতাদের প্রতি সেবার মনোভাবাপন্ন রাজস্ব প্রশাসন এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর ব্যবস্থার বিকাশ একটি উন্নত রাজস্ব সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। ভ্যাট ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়াতে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তর এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। অনলাইন রিটার্ন, ই-ইনভয়েসিং, রিস্ক বেইজড অডিটিং এবং তথ্য সমন্বয়ের মতো আধুনিক ব্যবস্থাগুলো রাজস্ব সংগ্রহকে কার্যকর করার পাশাপাশি করদাতাদের জন্য একটি সহজ ও ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ তৈরি করবে।

আমি আশাবাদী, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দক্ষ, আধুনিক ও স্বচ্ছ ভ্যাট ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। 'সময়মত নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব' এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে এ বছরের 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' সফল হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা আরও শক্তিশালী হবে বলে আমি আশা করছি।

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ

আধুনিক রাজস্ব প্রশাসনের দিকে অগ্রযাত্রা

০১. ভূমিকা

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট বা মূসক) বাংলাদেশে প্রচলিত কর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর খাত। আমাদের উন্নয়ন যাত্রা এবং একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ ভ্যাট ব্যবস্থা অপরিহার্য। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি), ভ্যাট স্মার্ট চালান এবং অন্যান্য আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল পদক্ষেপগুলো কর প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তুলছে, যার মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি হ্রাস পাচ্ছে এবং রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০২. ভ্যাট দিবসের পটভূমি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ গত ৯ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং ১০ জুলাই, ১৯৯১ তারিখ হতে তা কার্যকর হয়। অর্থাৎ ১০ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তিত হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের এ ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১১ সাল থেকে ১০ জুলাইকে মূসক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে নূতন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। তাই এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১৬ সাল থেকে ১০ ডিসেম্বর "ভ্যাট দিবস" এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর "ভ্যাট সপ্তাহ" উদযাপন করা হচ্ছে।

০৩. ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহের প্রতিপাদ্য

ভ্যাট দিবস উদযাপনের শুরু হতেই প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। সে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও একটি প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো: **"সময়মত নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব"**

এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ভ্যাট দিবস পালিত হচ্ছে। করজাল বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর আওতাভুক্ত ভ্যাট কমিশনারেটসমূহ অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এরই প্রেক্ষিতে ভ্যাট দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে নিবন্ধনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ীদেরকে স্মরণ করানো যে, ব্যবসা শুরু করার পরপরই ভ্যাট নিবন্ধন করা শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি আমাদের সততা ও দায়িত্ববোধেরও প্রতীক। সময়মতো নিবন্ধন গ্রহণ করলে ব্যবসা হয় স্বচ্ছ, গ্রাহকের আস্থা বাড়ে এবং ভবিষ্যতে কোনো আইনি জটিলতায় পড়তে হয় না। অন্যদিকে, সঠিকভাবে ভ্যাট প্রদান মানে আমরা দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সরাসরি অবদান রাখছি- হোক তা সড়ক নির্মাণ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা বা প্রযুক্তি উন্নয়ন। ভ্যাট ফাঁকি দিলে আমরা শুধু আইনই ভংগ করি না, বরং নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করি। তাই দেশের উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণই এই স্লোগানের মূল উপজীব্য।

০৪. বিগত পাঁচ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের গতি-প্রকৃতি

পরিবর্তনশীল অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আদায়ের গতি চলমান রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ১০ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি।

নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াদি থেকে এটা পরিষ্কার যে, জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি এখন পর্যন্ত সরকারি রাজস্বের একক বৃহত্তম উৎস।

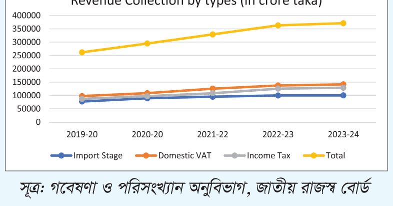

সূত্র: গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভ্যাটের অবদান

মূল্য সংযোজন কর খাত হতে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতীয় ঋণ পরিশোধের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে ভ্যাট এর অবদান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

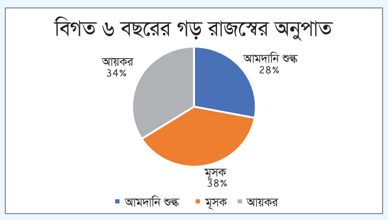

সূত্র: গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- **রাজস্বের মূল চালিকাশক্তি:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত মোট কর রাজস্বের ৩৮ শতাংশের বেশি স্থানীয় ভ্যাট হতে ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত হয়। সরকারের বার্ষিক বাজেট, প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা জাল, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে অর্থায়নের জন্য ভ্যাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস:** ভ্যাট যেহেতু ভোগ-ভিত্তিক ভোক্তাকর সেহেতু অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা অভ্যন্তরীণ সংকটের সময়ও সরকারি রাজস্বের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে।
- **আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন:** মূল্য সংযোজন কর শুধু সরকারের জন্য নির্ভরযোগ্য রাজস্বের উৎসই নয়, বরং তা আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।
- **স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন:** মূল্য সংযোজন কর হলো এমন একটি পরোক্ষ কর, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোক্তা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। উৎপাদন ও সরবরাহের প্রতিটি পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের উপর মূসক আরোপযোগ্য হওয়ায় সরকারের বাজেটের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তহবিল নিশ্চিত হয়, যা স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

০৬. ভ্যাট ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগ

রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ব্যবসার বিস্তার, ব্যবসার গতি প্রকৃতি পরিবর্তন, অনলাইনভিত্তিক ব্যবসার বিস্তৃতি তথা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকার তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদ্যমান রাজস্ব ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে নিম্নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

(১) ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম: ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম একটি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যেখানে করদাতা ও কর কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য সকল মডিউলের সন্নিবেশ করা হয়েছে। করদাতাগণ বর্তমানে যে সকল কাজ অনলাইনে করতে পারেন তা নিম্নরূপ:

- **অনলাইন নিবন্ধন:** ভ্যাট নিবন্ধন বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করে সর্বোচ্চ ২ দিনের মধ্যে অনলাইনে নিবন্ধনপত্র পাওয়া যায়। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৬,৪০,৪৪১টি মূসক নিবন্ধন ও ২,২৬৫টি টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমানে শতভাগ ক্ষেত্রে অনলাইন নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের এটি একটি মাইলস্টোন অর্জন।
- **অনলাইন রিটার্ন দাখিল:** ২০১৯ সালের ১ জুলাই মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হয়। সেই সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে রিটার্ন (মূসক-৯.১/৯.২) দাখিলের বিধান চালু করে। এর ফলে করদাতাগণ মূসক দপ্তরে না গিয়েও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে পারেন, যা করদাতা সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **ই-রিফান্ড:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরাসরি করদাতার ব্যাংক হিসাবে অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ডের লক্ষ্যে অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যমান ভ্যাট ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থ বিভাগের iBAS++ এর আন্তঃসংযোগ স্থাপনপূর্বক করদাতার প্রাপ্য ভ্যাট রিফান্ডের অর্থ BEFTN (Bangladesh Electronic Fund Transfer Network) এর মাধ্যমে সরাসরি করদাতাগণের নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করা যাবে।
- **ই-সহগ:** ই-সহগ ব্যবস্থার মাধ্যমে করদাতাগণ অনলাইনে তাদের উৎপাদিতব্য পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ মূসক-৪.৩ ফরমে অনলাইনে দাখিল করতে পারেন। এ জন্য তাদের আর ভ্যাট অফিসে যেতে হয় না।
- **ই-অডিট:** মূসক ব্যবস্থায় অডিট বা নিরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এখন পর্যন্ত অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, অডিট পরিচালনা এবং সৃষ্ট বকেয়া আদায় প্রক্রিয়া সনাতন পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। ফলে এক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য আসছে না। সে প্রেক্ষাপটে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে অডিট মডিউল চালুর কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কাজটি শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা ও সৃষ্ট বকেয়া আদায়ের অংশ বাস্তবায়িত হবে।

(২) রাজস্ব পরিসংখ্যানের সঠিকতা প্রতিষ্ঠা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত এক বছরে তার রাজস্ব রিপোর্টিং সিস্টেম পরিবর্তন করেছে। ভ্যাটসহ সকল কর ব্যবস্থাকে iBAS++ এর সাথে সকল দপ্তরের রাজস্ব তথ্যকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত করেছে। ফলে ইতোপূর্বে অর্থ বিভাগের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব পরিসংখ্যানে যে পার্থক্য হতো তার নিস্পত্তি হয়েছে।

(৩) অনলাইন পেমেন্ট: ভ্যাটের সকল অর্থই এখন অনলাইনে পরিশোধিত হয়। সর্বশেষ এ-চালান সিস্টেম সকল কমিশনারেটে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের সাথে এ-চালান সিস্টেমের সফল আন্তঃসংযোগ স্থাপনের ফলে কর পরিশোধ পদ্ধতি ত্রুটি ও ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে।

(৪) ভ্যাট স্মার্ট চালান: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত কয়েক বছর যাবৎ খুচরা ব্যবসায়ের চালান ব্যবস্থাপনার জন্য ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD) এবং বিক্রয় তথ্য নিয়ন্ত্রক (SDC) মেশিন স্থাপন করছে। ব্যবস্থাটি অতিমাত্রায় মেশিন নির্ভরশীল হওয়ায় তা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি। খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ীগণকে আরো সহজ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করার জন্য বর্তমানে অনলাইন/অ্যাপভিত্তিক PKI (Public Key Infrastructure) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(৫) ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক প্লাটফর্ম (ফেসবুক, গুগল, ওটিটি প্লাটফর্ম, ইত্যাদি) থেকে ভ্যাট আদায়: ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক প্লাটফর্ম (ফেসবুক, গুগল, ওটিটি প্লাটফর্ম, ইত্যাদি) থেকে ভ্যাট সংগ্রহের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফেসবুক, গুগল, ইয়াহু, নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, অ্যামাজন, টিকটক, ইত্যাদি মাধ্যম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞাপন, ডোমেইন বিক্রি, লাইসেন্স ফিসহ সকল প্রকার লেনদেন থেকে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক প্রদানের লক্ষ্যে অনাবাসিক এজেন্ট নিয়োগ করে থাকে। উক্ত অনাবাসিক এজেন্টগণ প্রতিমাসে এ সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্ধারিত কমিশনারেটে মূসক প্রদানসহ রিটার্ন দাখিল করে থাকে।

০৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সংস্কার উদ্যোগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট আদায় সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

(১) Mid and Long-term Revenue Strategy (MLTRS): জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমান কর কাঠামোর দুর্বলতাগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে মোকাবেলা করার জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব কৌশল (MLTRS) ডিজাইন করেছে। যেখানে মূল উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। এ জন্য সাংগঠনিক সংস্কার, কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মপদ্ধতির সংস্কারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- **আইনি কাঠামো সংস্কার:** ২০১২ সালের মূল আইনের একক-হার কাঠামোর বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সময়ের সাথে সাথে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং অন্যান্য সাধারণ আদেশগুলোকে সংশোধন করে নিম্নতর হারগুলো সংস্কার করে একক আদর্শ হারের কাছাকাছি নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে নিম্নতর হারগুলো বাদ দিয়ে সব সেক্টরে রেয়াতভিত্তিক একক হার চালু করা হবে।

(২) VAT Expenditure (VATE) Analysis Report: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মতো পদ্ধতিগত মূল্য সংযোজন কর ব্যয় বিশ্লেষণ (VAT Expenditure Analysis Report), যা বিভিন্ন ভ্যাট অব্যাহতি এবং হ্রাসকৃত হারের কারণে হারানো রাজস্ব (Forgone Revenue) পরিমাপ নির্ধারণ করেছে।

এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে, VATE নীতি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতকরণ (Rationalized) করতে হবে। এতে করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। অধিকন্তু, পর্যালোচনা ব্যতিরেকে যেসকল ভ্যাট ছাড় (VAT Exemption) প্রদান করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করছে। অব্যাহতিগুলো পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করে অপরিকল্পিত অব্যাহতিগুলো রদ করা হলে তা দেশের কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

(৩) Compliance Improvement Plan (CIP): জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট ব্যবস্থায় স্ব-প্রতিপালন (Self-compliance) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমপ্লায়েন্স ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (সিআইপি) তৈরি করেছে, যা দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক (এসডি) আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশল (Strategy) নিয়ে আলোচনা করে। এই পরিকল্পনাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে–

- **সিআইপি-১:** তামাক উৎপাদন খাতকে লক্ষ্য করে প্রস্তুত করা এ পরিকল্পনাটির কঠোর বাস্তবায়ন, কাঁচামাল আমদানি পর্যবেক্ষণ এবং সরবরাহ প্রক্রিয়া মনিটরিং এর মাধ্যমে ১.৫ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।
- **সিআইপি-২:** দ্রুত বর্ধনশীল ই-কমার্স খাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখাতে হাজার হাজার অনিবন্ধিত অনলাইন বিক্রেতার কারণে ভ্যাট আদায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ব্যাংক এবং কুরিয়ার পরিষেবার মতো মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করে অনলাইন ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং প্রথম অর্থবছর শেষে উক্ত খাতে মূসক/রাজস্ব আদায় ৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা।

(৪) Tax Administration Diagnostic Tool (TADAT) বাস্তবায়ন: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাম্প্রতিক সময়ে তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজস্ব উৎপাদনশীলতা যাচাইয়ের জন্য নিজস্ব মডেল (TADAT) তৈরি করেছে। এখন হতে নিয়মিতভাবে উক্ত টুল ব্যবহার করে রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষতা যাচাই করা হবে, যা রাজস্ব নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

(৫) Strengthening Domestic Revenue Management Project (SDRMP) নামীয় প্রকল্প গ্রহণ: বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উল্লিখিত প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮২ মিলিয়ন ডলার। এ প্রকল্পের আওতায় বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, কর প্রশাসনের ডিজিটালাইজেশন, এবং তথ্য সংগ্রহ ও কর বিশ্লেষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পটিতে ভ্যাট সম্পর্কিত রাজস্ব পূর্বাভাস (Revenue Forecast), কর ঘাটতি, কর ব্যয় (Tax Expenditure) ও কর পরিপালন (Tax Compliance) সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পটি ২০২৫ সালের ২৩ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

(৬) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (RMS) তৈরি করা: ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় সীমিত জনবল এবং লজিস্টিকস কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় করতে হলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিহীন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা জরুরি। যার জন্য প্রয়োজন একটি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেট তৈরি করে জনবল নিয়োগ দিয়েছে। সেখানে কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ও অন্যান্য মডিউল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে নতুন আধুনিক কর-প্রশাসনের যাত্রা শুরু হবে।

(৭) ই-ইনভয়েসিং প্রবর্তন: ভ্যাট ব্যবস্থায় ইনভয়েসিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুল। ইনভয়েস বা চালান এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া কোন পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য চালান হচ্ছে আইনসম্মত দলিল। ইনভয়েসিং পদ্ধতি যদি অনলাইন করা যায় তাহলে মূসক ফাঁকির হার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইন সঠিকভাবে মনিটর করা যাবে। ভ্যাট বাস্তবায়নে, বিশেষ করে কমপ্লায়েন্স সৃষ্টি এবং জালিয়াতি মোকাবেলায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।

(৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সম্প্রসারণ: গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অনুবিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সরকারি আদেশ জারি হয়েছে। উক্ত আদেশ অনুযায়ী, বিদ্যমান অফিসের অতিরিক্ত নতুন ৫টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ২টি কাস্টমস হাউস, ১টি বিশেষায়িত দপ্তর এবং রাজস্ব খাতে তিন অর্থবছর মিলে ৩,৫৯৭টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(৯) রাজস্ব নীতি বিভাগ (RPD) এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ (RMD) নামে দুইটি পৃথক বিভাগ গঠন: দেশের চলমান সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ) জারির মাধ্যমে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠনপূর্বক রাজস্ব নীতি বিভাগ (RPD) এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ (RMD) নামে দুইটি পৃথক বিভাগ গঠন করা হয়। অধ্যাদেশের ধারা ৯ ও ধারা ১২ অনুযায়ী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বিদ্যমান জনবলকে প্রস্তাবিত দুটি নতুন বিভাগে ন্যস্তকরণের বিধান করা হয়েছে। নবসৃষ্ট বিভাগদ্বয়ের পদসোপান ও জনবল কাঠামো প্রণয়নের কাজ চলছে। বিভাগ দু'টি শীঘ্রই তাদের কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা যায়।

০৮. উপসংহার

ভ্যাট হলো বাংলাদেশের ভবিষ্যতের আর্থিক চালিকাশক্তি। আমরা যে ভ্যাটদাতাবান্ধব ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে ই-অডিট, বিশেষায়িত ই-কমার্স সেল এবং অপরিহার্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে এ দেশের কর-জিডিপি অনুপাতকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য কেবল বেশি কর আদায় নয়, বরং একটি স্বচ্ছ, সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে কর ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে ট্যাক্স কমপ্লায়েন্ট হওয়া সহজ হয়। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিষ্ঠা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং কর নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার।

অর্থ উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সম্মানিত সকল করদাতা এবং ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সুশাসিত রাজস্ব ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হয়। তাই করদাতা ও ব্যবসায়ী সমাজের সহযোগিতা এবং সচেতন অংশগ্রহণ আমাদের এগিয়ে চলার প্রধান শক্তি।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির জটিল বাস্তবতা আমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজস্ব প্রশাসনকে আরও গতিশীল, তথ্য প্রযুক্তিসম্পৃক্ত, মানুষের প্রতি আরও সেবামুখী হওয়া সময়ের দাবি। ভ্যাট ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে আমাদের কর কাঠামোকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং ব্যবসাবান্ধব করতে হবে। একইসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভ্যাটনীতির বিস্তার ঘটিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ থেকে বৃহৎ শিল্প পর্যন্ত সবার জন্য সুষম আর্থিক পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ভ্যাটদাতাগণ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। তাদের শ্রম, নিষ্ঠা ও সততার উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বাণিজ্যব্যবস্থা সমৃদ্ধ হচ্ছে। একইভাবে নিয়মিত ভ্যাট প্রদানকারী নাগরিকেরা রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ববোধ দেখাচ্ছেন, তা জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করছে। তাই আজকের ভ্যাট দিবসে আমি সকল করদাতার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং রাজস্ব প্রশাসনের সকল স্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই– ভ্যাট আদায় প্রক্রিয়ায় যেন সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সেবাবোধ বজায় থাকে।

রাজস্ব প্রশাসনকে আরও সেবামুখী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনগণের আস্থার যোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। অনলাইন সেবা বিস্তৃতি, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং করদাতাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের অগ্রাধিকার। আমি বিশ্বাস করি– করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা মিলেই রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী ভিত্তি পাবে।

জুলাইয়ের প্রেরণাদায়ী চেতনাকে ধারণ করে আমরা সবাই মিলে দায়িত্বশীল রাজস্ব-সংস্কৃতি গড়ে তুলব– এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

সদস্য
(মূসক: বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উদযাপন করা হবে। ভ্যাট বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দিবস ও সপ্তাহ প্রতিপালিত হবে। এ সময়ে সারাদেশে সেমিনার, সভা-সমাবেশ, ওয়েবসাইটে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। "সময়মত নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব"- এই মর্মবাণী সামনে রেখে উদযাপন হতে যাচ্ছে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫। এ দিবসের প্রেক্ষিতে ভ্যাট ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও সেবামুখী করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ভ্যাট বাংলাদেশের রাজস্ব কাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। দেশের সমৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে ভ্যাটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি না করে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিতে ভ্যাট বাস্তবায়নই আমাদের অগ্রাধিকার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে– অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন রিটার্ন, ই-ফিসক্যাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, স্মার্ট ভ্যাট চালান প্রবর্তন, ঝুঁকিভিত্তিক অডিট এবং সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন চলছে। এসব উদ্যোগ করদাতাদের সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করেছে।

সম্মানিত ব্যবসায়ী সমাজ ও করদাতাগণ, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া একটি উন্নত ভ্যাট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বচ্ছভাবে ব্যবসা পরিচালনা, সঠিক নথিপত্র সংরক্ষণ, সময়মতো রিটার্ন দাখিল এবং ন্যায্য ভ্যাট ব্যবস্থার প্রতি সম্মান– এসবই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আপনাদের আস্থা ও অংশগ্রহণই আমাদের কার্যক্রমের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

নতুন বাংলাদেশের প্রেরণা সামনে রেখে আমাদের প্রত্যয়– একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ এবং করদাতা-বান্ধব ভ্যাট প্রশাসন গড়ে তোলা, যা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ভ্যাট দিবসের এ শুভক্ষণে আমি সকল করদাতা, ব্যবসায়ী, অংশীজন এবং সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উদযাপনের কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ভ্যাট বিভাগের যে সকল রাজস্বকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' সুন্দর, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হোক- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোঃ আজিজুর রহমান